সাপ্তাহিক ২০০০

দেশে এখন পাঁচ কোটি লোক বেকার। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা নিরন্তর কাজ খুঁজছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ। যোগ্যতা ও মেধা অনুসারে দেশে জীবিকার সন্ধান করতে না পারায় এসব তরুণ ভাগ্যান্বেষণে উন্নত দেশে যেতে মরিয়া হয়ে ওঠে। অর্থ উপার্জন করে নিজের ও পরিজনের ভাগ্য বদলাতে চায়। উন্নত দেশে যাওয়ার হাতছানিতে নিতে চায় যেকোনো ঝুঁকি। স্বপ্নে বিভোর এসব তরুণ প্রায়ই পড়ছে আদম ব্যাপারী নামক দালালদের খপ্পরে। খোয়াচ্ছে সর্বস্ব। এমনকি অবৈধভাবে বিদেশ পাড়ি দিতে মৃত্যুকে বরণ করে নিতেও হচ্ছে। ভূমধ্যসাগরের ইঞ্জিনচালিত নৌকায় হতভাগ্য ১১ বাংলাদেশী যুবকের করুণ মৃত্যু সারা জাতির হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।

পুরো ঘটনাটাই মর্মস্পর্শী। ভাগ্যান্বেষণের জন্য ২৬ জন তরুণ স্পেনের উদ্দেশে রওনা দেয়। দালালচক্র তাদের কাছ থেকে ৬ লাখ টাকা করে নেয়। পথে পথে নানা বিপদ-বিড়ম্বনা পেরিয়ে তারা দুবাই পৌঁছে। এরপর আফ্রিকার মালে ও মরক্কো ঘুরে স্পেনে যাওয়ার জন্য তারা রওনা দেয়। দালালচক্র তাদের তুলে দেয় একটি ট্রলারে, ভয়াল ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার জন্য। তরুণেরা ইঞ্জিনচালিত নৌকায় উঠতে না চাইলে তাদের হত্যার হুমকি দেয়া হয়। অথৈ ভূমধ্যসাগরের মাঝ দরিয়ায় নৌকার ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায়। এক পর্যায়ে পথ হারিয়ে নৌকাটি অসহায়ের মতো ঘুরতে থাকে। জ্বালানি, খাদ্য, পানি ফুরিয়ে যায়। না খেয়ে সাগরের মধ্যে তরুণেরা একে একে প্রাণ হারাতে থাকে। বেঁচে থাকা সহযাত্রীরা লাশের দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে ভাসিয়ে দেয় ভূমধ্যসাগরের মধ্যে। অবশেষে আলজেরিয়ার কোস্টগার্ড নৌকাটি উদ্ধার করে। ওখানে এক হাসপাতালে ১৫ জন তরুণ অর্ধমৃত পড়ে রয়েছে।

নির্মম এই ট্র্যাজেডির খবর প্রকাশ হওয়ার পর টনক নড়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। তারা এখন নতুন আইন প্রণয়নের কথা বলছেন। কিন্তু আইন করে কী এ সমস্যার সমাধান করা যাবে? যারা জঘন্য এ কাজের সঙ্গে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণভাবে তরুণদের এভাবে বিদেশ যাওয়া বন্ধের জন্য দেশের ভেতরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তরুণদের সুন্দর স্বপ্ন দেখাতে হবে। এ দেশের অর্থনীতি এখন প্রবাসীদের রেমিটেন্সের ওপর নির্ভরশীল। সঠিক উপায়ে তরুণেরা যাতে বিদেশে যেতে পারে এজন্য সরকারের সর্বোচ্চ উদ্যোগ নিতে হবে। তাদের দায়ভার বহন করতে হবে রাষ্ট্রকেই। কারণ তাদের পাঠানো অর্থই আজ দেশকে সচল রাখছে।

সম্পাদক
**শাহাদত চৌধুরী**

নির্বাহী সম্পাদক
**গোলাম মোর্তোজা**

সিনিয়র প্রতিবেদক
**জয়ন্ত আচার্য**
**বদরুল আলম নাবিল**

প্রতিবেদক
**আসাদুর রহমান, জব্বার হোসেন**
**রুহুল তাপস, সাজেদুর রহমান**

সহযোগী প্রতিবেদক
**হাসান মূর্তাজা**

কার্টুন
**রফিকুন নবী**

প্রধান আলোকচিত্রী
**তুহিন হোসেন**

নিয়মিত লেখক
**আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী**
**ফাহিম হুসাইন, পারভীন তানী**
**জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল**

প্রতিনিধি
**সুমি খান** চট্টগ্রাম
**মামুন রহমান** যশোর

বিদেশ প্রতিনিধি
**জসিম মল্লিক** কানাডা
**মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল** হলিউড
**আকবর হায়দার কিরণ** নিউইয়র্ক
**নাসিম আহমেদ** ওয়াশিংটন
**নাজমুননেসা পিয়ারী** বার্লিন
**কাজী ইনসান** টোকিও

প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান
**শাহরিয়ার ইকবাল রাজ**

প্রধান গ্রাফিক্স ডিজাইনার
**নূরুল কবীর**

শিল্প নির্দেশক
**কনক আদিত্য**

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
**এ এল অপূর্ব**
**আনোয়ার মজুমদার**

জেনারেল ম্যানেজার
**শামসুল আলম**

**যোগাযোগ**
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
**চট্টগ্রাম অফিস :** ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
**ই-মেইল ঃ** s2000@dbn-bd.net
info@shaptahik2000.com

**দাম ঃ ১৫ টাকা**

**মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড**
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

**www.shaptahik2000.com**